

সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান



বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ ‘ক’ এমন একটি গ্রামে বাস করে যার অধিকাংশ মানুষ অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, সুখ-দুঃখ ও উন্নতি-অবনতি সবকিছুই কপালের লিখন। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

- ক. ইবনে খালদুন রচিত বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম কী? ১
- খ. গোষ্ঠী সংহতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের ‘ক’ গ্রামটি অগাস্ট কোঁৎ বর্ণিত সমাজ বিকাশের কোন স্তরে অবস্থান করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত স্তরে অবস্থানরত সমাজের প্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়? যুক্তিসহ মতামত উপস্থাপন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইবনে খালদুন রচিত বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম হলো ‘আল-মুকাদ্দিমা’।

খ ইবনে খালদুন সমাজ-শক্তির অন্তর্গত কারণ হিসেবে গোষ্ঠী সংহতি বা সামাজিক সংহতির কথা উল্লেখ করেছেন। সামাজিক সংহতি সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেছেন, সামাজিক সংহতি এক ধরনের আদর্শভিত্তিক অনুভূতি, যা সবাই একত্রে বসবাস করে অনুভব করে এবং সাধারণ দায়িত্বগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। এমনকি সাধারণ বিপদ-আপদ এবং ভাগ্যের হেরফেরও তারা একই সাথে মোকাবিলা করে। ইবনে খালদুন এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, সামাজিক সংহতি সমাজের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ নেতৃত্ব নির্ধারণ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বৃন্দ্বিবৃন্তির বিকাশ এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে তা সবিশেষ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ‘ক’ গ্রামটি অগাস্ট কোঁৎ বর্ণিত সমাজ বিকাশের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তরে অবস্থান করছে।

অগাস্ট কোঁৎ-এর মতে, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তর হলো মানব সমাজের আদি স্তর। এ স্তরে সমাজের ওপর ধর্মীয় প্রভাব ছিল অনেক বেশি। এ স্তরে মানুষের মনে যুক্তিবাদী ধারণার সৃষ্টি হয়নি। এ ধর্মতত্ত্বনির্ভর যুগে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। তখন মানুষের নৈতিক জ্ঞান ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। মানবতাবোধ ছিল আক্রমণাত্মক ও পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এরূপ মনোভাবাপন্ন লোকেরাই এ যুগের সম্মানিত শ্রেণিতে অধিষ্ঠিত ছিল। একারণে অগাস্ট কোঁৎ এ স্তরকে সামাজিক স্তর বলে অভিহিত করেছেন। এ যুগের মানুষ ছিল অদৃষ্টবাদী।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, ‘ক’ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি সবকিছুই কপালের লিখন। ‘ক’ গ্রামের মানুষের ধারণা ও বিশ্বাসের সাথে অগাস্ট কোঁৎ-এর ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তরের সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তরের মানুষও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করত। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের ফলাফল ভাগ্যের লিখন হিসেবে মানত। সুতরাং আমরা বলতে পারি, ‘ক’ গ্রামটি অগাস্ট কোঁৎ-এর ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তরে অবস্থান করছে।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা অগাস্ট কোঁৎ বর্ণিত ত্রয়স্তরের অন্তর্গত ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তরকে বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতিগত কারণে স্বাভাবিকভাবেই এ স্তরে অবস্থানরত সমাজের প্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।

ধর্মতত্ত্ব স্তরে মানুষের জ্ঞান ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। তখন মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো উপায় ও ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। তখন মানুষ প্রকৃতির কাছে অসহায় ছিল। এছাড়া ধর্মতত্ত্ব স্তরের মানুষ অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করত। তাদের মধ্যে কোনো যুক্তিবাদী চিন্তা বিকশিত হয়নি। এর ফলে সমাজের প্রগতিও সম্ভব হয়নি। কারণ মানুষ তাদের কর্মকাণ্ড, ভালো-মন্দ সবকিছুকেই ভাগ্যের লিখন মনে করে বসে থাকত। সমাজের প্রগতির জন্য তারা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এর ফলে সামাজিক প্রগতি বাধাগ্রস্ত হতো। ধর্ম ছিল এ স্তরের মূল চালিকা শক্তি। তাই যেকোনো কাজে মানুষ ধর্মীয় অনুভূতির ওপর বেশি গুরুত্ব দিত। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো কাজ তারা করত না। এছাড়া সমাজের এ স্তরে মানবতা ছিল আক্রমণাত্মক ও পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এ ধরনের মানসিকতাও সমাজের প্রগতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। অদৃষ্টবাদী হওয়ার কারণে এ স্তরের মানুষেরা সামাজিক অনুন্নয়নকে ভাগ্যের লিখন বলে মনে করত। এর ফলেও সামাজিক প্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে সমাজ ও রাষ্ট্রে পুরোহিত শ্রেণির প্রাধান্য থাকে। সমাজের সাধারণ মানুষের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার কোনো মূল্যায়ন করা হতো না। পুরোহিতের নির্দেশই ছিল শেষ কথা। এর ফলেও সামাজিক প্রগতি সংঘটিত হতে পারে না।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানুষের সীমিত জ্ঞান, অদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাস, যুক্তিবাদী চিন্তা-ভাবনার অভাব, ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস প্রভৃতি কারণে ধর্মতত্ত্ব স্তরে সমাজের প্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।



প্রশ্ন ▶ ২ সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তিতে পর্দার অন্তরালের মহানায়ক তিনি। তার সমাজ সম্পর্কীয় মতবাদকে স্থির করে রেখেছেন তার অনবদ্য সৃষ্টি “আল-মুকাদ্দিমায়।” তার আল-উমরান বা সংস্কৃতি বিজ্ঞান এবং আল-আসাবিয়া বা গোত্র সংহতি প্রত্যয়দ্বয় সরাসরি সমাজবিজ্ঞানকে প্রতিনিধিত্ব করে। অপরদিকে ‘বাদওয়া ও হারদা’ ধারণা দুটি থেকেই পরবর্তীতে গ্রাম ও শহর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। দুঃখের বিষয় হলো তার যোগ্য উত্তরসূরী না থাকায় সমাজবিজ্ঞানের জন্ম হয় তারও ৫শত বছর পর।

◀ **শিখনফল-১**

- ক. কত সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
- খ. অগাস্ট কোঁতের মানব জ্ঞানের “ত্রয়স্তর” বলতে কী বোঝো? ২
- গ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে উদ্দীপকে উল্লেখিত মনীষীর সমাজবিজ্ঞানে অবদান ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁৎ হলেও এর উৎপত্তি উৎস ছিল উদ্দীপকে বর্ণিত মনীষীর চিন্তা-চেতনায়” মন্তব্যটি তোমার বিবেচনায় বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৫৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ মানব জ্ঞানের ক্রমোন্নতি এবং সমাজের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ যে তত্ত্ব প্রদান করেন, তা ত্রয়স্তর সূত্র নামে পরিচিত।

অগাস্ট কোঁৎ-এর মতে, মানুষের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণাসমূহ, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পৃথিবীর সব সমাজ অত্যাৱশ্যকীয়ভাবে তিনটি স্তর অতিক্রম করে এসেছে। কোঁৎ-এর সমাজবিকাশের এই তিনটি স্তরই ‘ত্রয়স্তর’ নামে পরিচিত। ত্রয় স্তরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে— মানুষের মৌলিক ধারণা ধর্মীয় যুগের স্তর, অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তর ও দৃষ্টবাদ এ তিনটি বিবর্তনিক পর্যায়ে অতিক্রান্ত করেছে। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রথমে ধর্মীয় বা Theological ধারণা থেকে উৎপন্ন হয়ে Metaphysical বা অধিবিদ্যা গত হয়ে Positivism বা দৃষ্টবাদে আসে।

গ উদ্দীপকে মুসলিম দার্শনিক ইবনে খালদুনের কথা বলা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অনস্বীকার্য।

মুসলিম ঐতিহাসিক, সমাজ দার্শনিক ইবনে খালদুনের জন্ম তিউনিসে। সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশে তাকে পথিকৃৎ দার্শনিক হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মানুষের সমাজ, তার সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অর্জিত উন্নতিকে এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে ‘Al-Umran’ ধারণাটি ব্যবহার করেন। ‘Umaranayat’ শব্দের অর্থ ‘সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা’, যা পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানীরা ‘সমাজবিজ্ঞান’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইবনে খালদুন রচিত বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ ‘কিতাব-আল-ইবার’ এর ভূমিকা ‘আল মুকাদ্দিমা’তে সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তিনি

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যুক্তির আলোকে ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন যা পরে এক ধরনের সামাজিক দর্শনে পরিণত হয়। সমাজ সম্পর্কে ইবনে খালদুনের এসব চিন্তাধারা পরবর্তীকালে পৃথক শাস্ত্র হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

উদ্দীপকে যে মনীষীর কথা বলা হয়েছে তার অনবদ্য সৃষ্টি আল-মুকাদ্দিমা। এছাড়া তার আল-উমরান বা সংস্কৃতি বিজ্ঞান এবং আল আসাবিয়া বা গোত্র সংহতি প্রত্যয়দ্বয় সরাসরি সমাজবিজ্ঞানকে প্রতিনিধিত্ব করে। কেননা, এর ওপর ভিত্তি করেই সমাজবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল। উপরের আলোচনা থেকে তাই স্পষ্ট করে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনে তথা সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় ইবনে খালদুন এক অনন্য নাম।

ঘ সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁৎ হলেও এর উৎপত্তির উৎস ছিল উদ্দীপকে বর্ণিত মনীষী অর্থাৎ ইবনে খালদুনের চিন্তা চেতনায়।

ইবনে খালদুন বিশ্বের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ‘কিতাবুল ইবার’ নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তার ভূমিকা ‘আল-মুকাদ্দিমা’ নামে পরিচিত। এ গ্রন্থটিতে তিনি তার সমসাময়িককালের ইতিহাসবেত্তাদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, শুধু রাজনৈতিক ঘটনার নিছক বর্ণনা ইতিহাসের বিষয়বস্তু হতে পারে না। তাই তিনি রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। আর এজন্য ইবনে খালদুন একটি নতুন বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এ নতুন বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি হবে সুনির্দিষ্ট, যা সত্যিকারের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় সাহায্য করবে। ইবনে খালদুন তার এ নতুন বিজ্ঞানের নাম দেন ‘আল-উমরান’ বা সংস্কৃতির বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞান সমস্ত মানব প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করবে। ইবনে খালদুন প্রদত্ত আল-উমরানকে সমাজবিজ্ঞান বলা যেতে পারে। কারণ মানবসমাজই এ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। এছাড়া ‘আল আসাবিয়া’ ইবনে খালদুনের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। ‘আসাবিয়া’ প্রত্যয়টির অর্থ হলো সামাজিক সংহতি বা গোত্র সংহতি। ইবনে খালদুনের মতে, সমাজের ভিত্তি হচ্ছে গোত্র সংহতি। সমাজ সম্পর্কে ইবনে খালদুনের এসব চিন্তাধারা পরবর্তীকালে পৃথক শাস্ত্র হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এ কারণেই মহান এই মুসলিম মনীষীকে সমাজবিজ্ঞানের ‘আদি জনক’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

পরিশেষে উপরের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁৎ হলেও এর উৎপত্তির উৎস ছিল ইবনে খালদুনের চিন্তা চেতনায়।

প্রশ্ন ▶ ৩ ঢাকা কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী আয়মান সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি অধ্যয়ন করতে গিয়ে মধ্যযুগের তিউনিসে

জন্মগ্রহণ করা একজন মুসলিম দার্শনিক এর তত্ত্বে আকৃষ্ট হয় পরবর্তীতে জার্মান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক হিসেবে খ্যাত একজন জার্মান দার্শনিকের সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং শ্রেণিহীন সমাজ ও শ্রেণি মুক্তির পাঠ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

◀ শিখনফল-১ ও ৫

- ক. কার্ল মার্কস কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? M-2,Q-7 ১
- খ. মধ্যযুগের তিউনিসে জন্মগ্রহণ করা কোন মুসলিম দার্শনিক ‘আল-মুকাদ্দিমা’ গ্রন্থটি রচনা করেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত তিউনিসে জন্মগ্রহণ করা মুসলিম দার্শনিকের ‘আল-আসাবিয়া’ তত্ত্বটির ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক হিসেবে খ্যাত জার্মান দার্শনিকের শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কার্ল মার্কস জার্মানির প্রুশিয়ার টিয়ার শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

খ. মধ্যযুগের তিউনিসে জন্ম গ্রহণ করা মুসলিম দার্শনিক এর নাম ইবনে খালদুন। ‘আল-মুকাদ্দিমা’ গ্রন্থটি তারই অবদান।
ইবনে খালদুন এর রচিত বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের নাম কিতাব-আল-ইবার যা সাতটি খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। কিতাব-আল-ইবারের প্রথম খণ্ডের নাম ‘মুকাদ্দিমা’। মুকাদ্দিমাতে আছে আল-উমরান অর্থাৎ সংস্কৃতিবিজ্ঞান। আল-উমরান অর্থাৎ মুকাদ্দিমার প্রথম অংশটি ইতিহাসের দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত। তবে কিতাব-আল-ইবার এর মুকাদ্দিমা গ্রন্থটি আল-মুকাদ্দিমা হিসেবেই বেশি পরিচিত।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত তিউনিসে জন্ম গ্রহণ করা মুসলিম দার্শনিক হচ্ছে ইবনে খালদুন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও আয়ুষ্কাল সম্পর্কে তিনি আল-আসাবিয়া প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা করেন।

ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু হলো ‘আল-আসাবিয়া’ যাকে বাংলায় গোষ্ঠী সংহতি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এ গোষ্ঠী সংহতির মূল উৎস হলো রক্ত সম্পর্ক ও পারিবারিক ঐতিহ্য। সেই সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও দীর্ঘদিন একত্রে সংগ্রাম করার অনুভূতিও সংহতির জন্ম দিতে পারে। খালদুনের মতে, এ গোষ্ঠী সংহতি যেমন ধর্মীয় ভিত্তিতে হতে পারে, তেমনি তা ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ভিত্তিতে হওয়াও বিচিত্র নয়। তিনি রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, পতন এবং সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যায় এ গোষ্ঠী সংহতিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। ইবনে খালদুনের মতে, উপজাতিদের মধ্যে বেশি গোষ্ঠী সংহতি বিদ্যমান। তাই উপজাতিদের দ্বারা নগর বা শহর পদানত হবার মাধ্যমে সভ্য রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। তার মতানুযায়ী, রাষ্ট্র টিকে থাকার তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রতিটি পর্যায়কে ৪০ বছর ধরে সর্বমোট ১২০ বছর পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, ঢাকা কলেজের এক শিক্ষার্থী সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে তিউনিসে জন্মগ্রহণকারী এক মুসলিম মনীষীর তত্ত্বে আকৃষ্ট হন। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন এবং তার আসাবিয়া তত্ত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়

গোষ্ঠী সংহতি ও রাষ্ট্র বিবর্তনে ইবনে খালদুন এর আসাবিয়া প্রত্যয়টি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজবিজ্ঞানী হচ্ছেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস। মানব সমাজের ইতিহাসে তার শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব এক অনন্যকীর্তি। এর মাধ্যমে তিনি সমাজের একটি বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

মার্কস বলেন, শিল্পবিপ্লবের পর আধুনিক সমাজ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এ দুটি শ্রেণি হচ্ছে বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণি এবং প্রলোতারিয়েত বা শ্রমজীবী শ্রেণি। মার্কসের শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রতিটি শ্রেণি নিজেদের ব্যক্তি হিসেবে চিন্তা না করে বরং নিজ নিজ শ্রেণির সদস্য হিসেবে চিন্তা করবে। এই সংগ্রামে পুঁজিপতিদের সংগ্রাম ক্রমশ হ্রাস পাবে এবং প্রলোতারিয়েতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শ্রেণিদ্বয়ের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে এবং পরিমেয়ে প্রলোতারিয়েতের বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণির ধ্বংস আসন্ন হবে। প্রলোতারিয়েতদের বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও পরিবর্তন দেখা দেবে। তবে প্রলোতারিয়েতদের একনায়কত্ব কায়েমই মার্কসের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সমগ্র সম্প্রদায়ের হাতে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ন্যাস্ত করে সমাজ থেকে শ্রেণিবিভেদ উচ্ছেদ করা। মার্কসের শ্রেণিতত্ত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শ্রেণিসচেতনতা। অতীতের সমাজগুলোতে শ্রেণিবৈষম্য থাকলেও তীব্রভাবে শ্রেণিসচেতনতা ছিল না। কিন্তু আধুনিক যে শ্রেণিবিভাগ তাতে প্রতিটি মানুষ শ্রেণি সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকে।

উদ্দীপকের শিক্ষার্থী জার্মান দার্শনিকের সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং শ্রেণিহীন সমাজ ও শ্রেণি মুক্তির পাঠ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এখানে জার্মান দার্শনিক দ্বারা কার্ল মার্কস এবং তত্ত্ব দ্বারা মার্কসের শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব কার্ল মার্কসের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এটি যুগে যুগে সমাজবিজ্ঞানীদের সমাজ বিশ্লেষণের খোরাক জোগাবে।

প্রশ্ন▶৪ মি. ‘A’ ১৭৯৮ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সের মন্টেপিলিয়ার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৯ সালে তিনি ‘Sociology’ শব্দটি প্রবর্তন করেন। তিনি কাল্পনিক সমাজতত্ত্বী সেইন্ট সাইমনের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত এ ব্যক্তিত্ব ১৮৫৭ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

◀ শিখনফল-২

- ক. কার্ল মার্কস তার প্রথম জীবন কোন ভাববাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন? ১
- খ. ডুর্খাইম ধর্ম সম্পর্কে কী বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ‘A’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিখ্যাত যে মনীষীর ইজিত পাওয়া যায় তার সমাজ বিকাশ ধারণার সর্বশেষ স্তরটি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত মনীষীর সমাজ বিকাশের স্তরসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কার্ল মার্কস প্রথম জীবনে হেগেলের ভাববাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন।

খ ডুর্খাইম ধর্মকে সামাজিক প্রত্যয় হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

ডুর্খাইমের মতে, ধর্ম একটি সামাজিক ঘটনাও বটে। যা মানুষের জীবনের অনেকাংশে জুড়ে আছে। তার মতে, পৃথিবীর সকল ধর্মের আচরণ সমূহের একটি প্রধান লক্ষ্য সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। ডুর্খাইম আরও মনে করেন, টোটেমবাদই হলো আদিমতম ধর্মীয় বিশ্বাস এবং টোটেম ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই সমস্ত ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ‘A’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিখ্যাত মনীষী অগাস্ট কোঁৎ-এর ইজিত পাওয়া যায়। তার কারণ মি. ‘A’ ১৭৯৮ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সের মন্টেপিলায়ার শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ সালে প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৩৯ সালে তিনি ‘Sociology’ শব্দটি প্রবর্তন করেন এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী সেন্ট সাইমনের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন যা অগাস্ট কোঁৎ-এর ব্যক্তিজীবনের সাথে মিলে যায়। কোঁৎ সমাজ বিকাশের ধারা বর্ণনা করতে গিয়ে যে স্তরগুলো উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সর্বশেষ স্তরটি হচ্ছে দৃষ্টবাদী স্তর।

মানুষ যখন ঐশ্বরিক, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায় তখনই দৃষ্টবাদী স্তরের আবির্ভাব ঘটে। এ স্তরে কল্পনার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি ও পর্যবেক্ষণ সম্মিলিতভাবে জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ স্তরের ধারণা হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে জড় জগতকে যেভাবে জানা যায়, সেভাবে সামাজিক ঘটনা ও পরিস্থিতিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পাঠ করা যায়। এ স্তরে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম প্রযুক্তি প্রাধান্য পায় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতি ও শিল্পপতির নেতৃত্ব দেবে বলে আশা করা হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত অগাস্ট কোঁৎ এর দৃষ্টবাদী স্তরটি সমাজ বিকাশ ধারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা ইজিতকৃত দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী তথ্য অগাস্ট কোঁৎ-এর সমাজবিকাশের স্তরসমূহ হলো—ধর্মতাত্ত্বিক স্তর, অধিবিদ্যাগত স্তর এবং দৃষ্টবাদী স্তর।

মানুষের জ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায় হলো ধর্মতাত্ত্বিক স্তর। যখন মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা ও ধারণা অর্জন করতে পারে নি সেই সময়েই এ জ্ঞানের শুরু। ধর্মই হচ্ছে এ স্তরে সমাজ গঠন ও পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি। এ স্তরে সমকালীন সমাজকে সামরিক সমাজ বলা হয়।

মানুষের চিন্তা ও সমাজবিবর্তনের মধ্যবর্তী অধ্যায় হলো অধিবিদ্যাগত স্তর। এ পর্যায়ে মানুষের চিন্তা-চেতনায় ক্রমশ পরিবর্তন আসে। এ স্তরে মানুষের বিশ্বাস জন্মে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেবতা কর্তৃক নয় বরং একটি বিশেষ শক্তি দ্বারা পরিচালিত।

মানুষ যখন ঐশ্বরিক, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায় তখনই দৃষ্টবাদী স্তরের

আবির্ভাব ঘটে। এ স্তরে জ্ঞানের উৎস হিসেবে কল্পনার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি ও পর্যবেক্ষণ অধিক গুরুত্ব পায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অগাস্ট কোঁৎ-এর সমাজবিকাশের স্তরসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে মানব জ্ঞানের ক্রমোন্নতি এবং সমাজের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের বিবর্তনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন▶৫ জনাব ‘I’ চৌধুরী বিবর্তনবাদ মতবাদের প্রবক্তা এবং ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে আখ্যায়িত। তার বাবা একজন গৃহশিক্ষক হলেও শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পেশাজীবনে তিনি দীর্ঘদিন পত্রিকার লেখক ও এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ◀শিখনকল-৩

- ক. বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যায় হার্বার্ট স্পেন্সার কয়টি সূত্রের কথা বলেছেন? ১
- খ. পরার্থমূলক আত্মহত্যা বলতে কী বোঝ? ২
- গ. জনাব ‘I’ চৌধুরীর সাথে কোন সমাজবিজ্ঞানীর মিল রয়েছে? তার সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতির একটি তালিকা প্রস্তুত করো। ৩
- ঘ. উক্ত সমাজবিজ্ঞানীর সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে তুমি কোনটিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যায় হার্বার্ট স্পেন্সার তিনটি সূত্রের কথা বলেছেন।

খ ব্যক্তি মানুষ যখন পরের জন্যে আত্মহত্যা করে তখন তাকে পরার্থমূলক আত্মহত্যা বলে। এই ধরনের আত্মহত্যা মানুষ সাধারণত গোষ্ঠীর কারণে বা গোষ্ঠীর স্বার্থে করে থাকে। যেমন—আদিম সমাজে বৃন্দ্রা গোষ্ঠীর বোঝা হওয়ার চেয়ে আত্মহত্যাতে শ্রেয় মনে করতো। ফলে গোষ্ঠীর স্বার্থই এ ধরনের আত্মহত্যা সংঘটিত হয়। সমাজের প্রচলিত নিয়ম তথা সামাজিক স্বার্থও অনেক ক্ষেত্রে পরার্থমূলক আত্মহত্যার কারণ হয়ে থাকে। যেমন—ভারতবর্ষে এক সময় সতীদাহ প্রথা প্রচলন ছিল।

গ জনাব ‘I’ চৌধুরীর সাথে সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সারের মিল রয়েছে। কেননা জনাব ‘I’ চৌধুরী পেশাজীবনে দীর্ঘদিন পত্রিকার লেখক ও এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বিবর্তনবাদ মতবাদের প্রবক্তা এবং ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে আখ্যায়িত যা হার্বার্ট স্পেন্সারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হার্বার্ট স্পেন্সারের সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হলো—

পদ্ধতির নাম	বিবরণ
১. আরোহ পদ্ধতি	আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে স্পেন্সার উপাদানের সামান্য পরিবর্তনের ফলে কীভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।
২. অবরোহ পদ্ধতি	অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি সমাজের সামগ্রিক বিবর্তনের ফলে সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

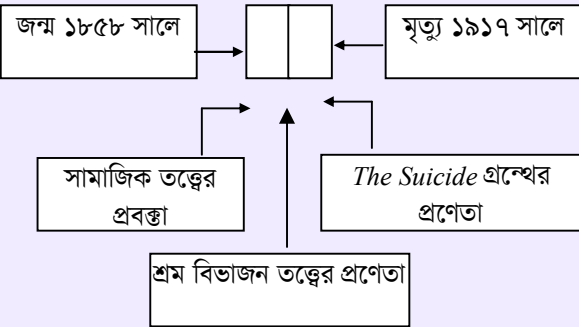
	অংশ পরিবর্তিত হওয়ার কারণ দেখান।
৩. ঐতিহাসিক পদ্ধতি	এ পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ, বিবাহ, পরিবার ও সম্পত্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা বর্ণনা করেন।
৪. তুলনামূলক পদ্ধতি	এ পদ্ধতিতে সমাজের বিবর্তন বা জৈবিক তত্ত্ব এবং সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার পার্থক্য দেখিয়েছেন।
৫. যুগপৎ পরিবর্তনের ভূমিকা	এ পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি অংশের পরিবর্তন একই সাথে ঘটছে এবং এ পরিবর্তনগুলো পরস্পর নির্ভরশীল।

ঘ সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সারের সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে আমি ঐতিহাসিক পদ্ধতিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। নিম্নে সেটির বর্ণনা দেওয়া হলো—

অতীত ঘটনার বস্তুনির্ভর, অনুসন্ধানমূলক, বিস্তৃত এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত লিখিত বিবরণই ইতিহাস। আর ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে অতীত ঘটনা সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর গবেষণা প্রচেষ্টাকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলা হয়। অতীতকালের সামাজিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান সমাজ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করার পন্থাকেই সমাজবিজ্ঞানে ঐতিহাসিক পদ্ধতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ঘটনা, সামাজিক প্রক্রিয়া এবং প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পাঠ করা হয়। সমাজের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়াসে যেসব প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

অতএব সামাজিক গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতিকেই আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৬ নিচের ছকটির আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



◀ **শিখনফল: ৪**

- কোথায় সামাজিক সংহতির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়? ১
- উদ্ভূত মূল্য তত্ত্ব দ্বারা কী বোঝায়? ২
- হকে যে মনীষীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে তার বর্ণনা দাও। ৩
- হকে যে সমাজবিজ্ঞানীর কথা বলা হয়েছে, তিনি আত্মহত্যার যে কয়টি বিশেষ দিকের কথা বলেছেন তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাযাবর জীবনে সামাজিক সংহতির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

খ সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কীয় তত্ত্ব হচ্ছে উদ্ভূত মূল্য তত্ত্ব।

শ্রমিক যা উৎপাদন করে তার যথার্থ মূল্য সে লাভ করে না। শ্রমিকের শ্রমে উৎপাদিত দ্রব্যমূল্যের এক বিরাট অংশ পুঁজিপতি শ্রেণি তথা উৎপাদন উপায়ের মালিক শ্রেণি আত্মসাৎ করে। মার্কসের মতে, শ্রমই যেহেতু উৎপাদনের একমাত্র উপাদান সেফেত্রে, সেহেতু উৎপাদিত দ্রব্যের সম্পূর্ণ মূল্য শ্রমিকের প্রাপ্য। অথচ শ্রমিক তার উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃত মূল্যের সামান্য অংশই পাচ্ছে। শ্রমিক যা উৎপাদন করে তার সর্বমোট মূল্য আর যে মূল্য এ উৎপাদনের জন্যে সে লাভ করে এ দুইয়ের ব্যবধানকে বলা হয় উদ্ভূত মূল্য।

গ হকে এমিল ডুর্খাইম-এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কারণ হকে যে মনীষীর কথা বলা হয়েছে তিনি ১৮৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সামাজিক তত্ত্বের প্রবক্তা, Suicide গ্রন্থের প্রণেতা এবং শ্রম বিভাজন তত্ত্বের প্রণেতা, এসব তথ্য এমিল ডুর্খাইমকে নির্দেশ করে।

এমিল ডুর্খাইম ১৮৫৮ সালের ১৫ এপ্রিল উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের এপিনালে এক ইহুদি পণ্ডিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রাইমারি শিক্ষা সমাপ্ত করে ডুর্খাইম ১৮৭৯ সালে বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রস্থল 'Normal Supérieure' এ ভর্তি হন। তিনি কৃতিত্বের সাথে ১৮৮২ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি ফরাসি থিসিস 'The Division of Labour' - এর ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে তার বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ডুর্খাইম সামাজিক ঘটনাকে প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি সামাজিক ঘটনাকে সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, 'Suicide' গ্রন্থের প্রণেতা এমিল ডুর্খাইম সমাজবিজ্ঞানের বহুবিদ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রণয়ন করে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন।

ঘ হক দ্বারা নির্দেশকৃত সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খাইম আত্মহত্যার চারটি বিশেষ দিকের কথা বলেছেন।

প্রথমত, ব্যক্তি যখন সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন ব্যক্তির ওপর সামাজিক বন্ধনের শিথিলতা, একাকিত্ববোধ, জীবনযাত্রার বিষণ্ণতা, সমাজের সীমাহীন প্রভাব, সামাজিক সাহায্য ও সহযোগিতার অভাব ইত্যাদি কারণে কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ডুর্খাইম এ ধরনের আত্মহত্যাকে আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা বলেছেন।

দ্বিতীয়ত, দেশপ্রেমের স্বার্থে যুদ্ধে আত্মবিসর্জন, আত্মগানিতে আত্মহত্যা, স্বেচ্ছায় সহমরণ ইত্যাদিকে ডুর্খাইম পরার্থপর আত্মহত্যা বলেছেন। যেসব সমাজে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সামাজিক

স্বার্থ প্রবল আকার ধারণ করে সেসব সমাজে পরার্থপর আত্মহত্যা অধিক হারে সংঘটিত হয়।

তৃতীয়ত, ডুর্খেইম-এর মতে, যেসব সমাজে অর্থনৈতিক সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করে সেসব সমাজে নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা অধিক ঘটে। আর্থিক সংকটের কারণে সমাজে যখন মানুষ খাপ খাইয়ে চলতে ব্যর্থ হয়, তখন অনেক সময় নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা সংঘটিত হয়।

চতুর্থত, অতিরিক্ত সামাজিক নিয়মকানুন বা অনুশাসনের ফলে হতাশামূলক আত্মহত্যা ঘটে। সমাজের মৌলিক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে আত্মহত্যা স্থির পর্যায়ে থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সামাজিক জীবনে যেসব আত্মহত্যা সংঘটিত হয় তার পশ্চাতে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নানা বিষয় জড়িত থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৭ অধ্যাপক হালিম স্যার সমাজবিজ্ঞানের ক্লাসে একজন বিখ্যাত মনীষীর জীবনকর্ম সম্পর্কে আলোচনাকালে বললেন, এ মনীষী মনস্তত্ত্বভিত্তিক সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম ধারক ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে সফলতা অর্জন করেন।

◀ *শিখনফল: ৬*

- ক. বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যায় হার্বার্ট স্পেন্সার কয়টি প্রকল্পের নাম বলেছেন? ১
- খ. পুঁজিবাদী সমাজ কী? ২
- গ. হালিম স্যারের বক্তব্যে যে সমাজবিজ্ঞানীর পরিচয় ফুটে উঠেছে তার সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশকৃত সমাজবিজ্ঞানীর আদর্শ নমুনা তত্ত্বটি উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যায় হার্বার্ট স্পেন্সার চারটি প্রকল্পের নাম বলেছেন।

খ কার্ল মার্কসের মতানুযায়ী, সমাজ বিকাশের চতুর্থ পর্যায়ে পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব ঘটে।

পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণি উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্যদিকে সর্বহারা শ্রেণি একটি নতুন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি যা পুঁজিবাদী সংগঠন থেকে অধিকতর প্রগতিশীল। এই নতুন সামাজিক সংগঠন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায়

উৎপাদন শক্তির আরও উন্নয়ন ঘটাবে এবং এটা প্রগতিশীল ইতিহাসের যাত্রাপথের একটি স্তর।

গ হালিম স্যারের বক্তব্যে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের পরিচয় ফুটে উঠেছে। হালিম স্যার শ্রেণিকক্ষে যে মনীষীর কথা বলেছেন, তিনি প্রথম জীবনে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন মনস্তত্ত্বভিত্তিক সমাজবিজ্ঞানের ধারার অন্যতম ধারক, যা ম্যাক্স ওয়েবারকে নির্দেশ করে।

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, সামাজিক ক্রিয়া হলো সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু। তিনি সামাজিক ক্রিয়া বলতে মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। তিনি মানব ক্রিয়াকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন; যথা— যৌক্তিক ক্রিয়া, ভাবগত ক্রিয়া এবং ঐতিহ্যগত ক্রিয়া। তার যৌক্তিক ক্রিয়া মূল্যবোধের সাথে জড়িত একটি বিষয়। অন্যদিকে, ভাবগত ক্রিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্তির আবেগ দ্বারা নির্ধারিত হয়। আর ঐতিহ্যগত ক্রিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উভয়ই সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি, লোকাচার ইত্যাদির দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

তাই বলা যায়, ম্যাক্স ওয়েবারের সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের এক অন্যতম প্রত্যয়।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা ইজিতকৃত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার তার 'Essays in Sociology' গ্রন্থে 'আদর্শ নমুনা' তত্ত্বটি প্রদান করেন।

আদর্শ নমুনা তৈরির মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতাকে অনুধাবন করার প্রচেষ্টা ওয়েবারের সমাজবিজ্ঞানের একটি মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি সমাজ অধ্যয়নে আদর্শ নমুনাকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ওয়েবার সামাজিক প্রপঞ্চ আলোচনা করতে গিয়ে আদর্শ নমুনা প্রয়োগ করেছেন। তবে এ আদর্শ নমুনা সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা এটি গবেষকের মনে থাকে। আদর্শ নমুনা দ্বারা সামাজিক সমস্যা অতীব বোধগম্য হয়ে ওঠে। তার মতে, সামাজিক কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যামূলক আলোচনা বা অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমে সেই ঘটনার বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং একটা মানসিক রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। এরপর দেখতে হবে ঐ মানসিক গঠনের সাথে বাস্তবতার কতটুকু মিল বা অমিল রয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি যে, ম্যাক্স ওয়েবারের আদর্শ নমুনার মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতা অনুধাবন করা যায়। তাই এটি সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত।





প্রশ্ন ▶ ১ বুপা ও রনি লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনা করার এক পর্যায়ে বুপা বলে, “সমাজ পরিবর্তনশীল কিন্তু এই পরিবর্তন হয় ধাপে ধাপে। আর ধাপে ধাপে পরিবর্তনের জন্য বুদ্ধিভিত্তিক উন্নতি আবশ্যিক।” পক্ষান্তরে, রনি ভিন্নমত পোষণ করে বলে যে, “সমাজ পরিবর্তনের জন্য দ্বন্দ্বই মূখ্য ভূমিকা পালন করে।”

◀ *শিখনফল: ৫*

- ক. 'First Principles'— গ্রন্থটি কার লেখা? ১
- খ. আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা কীভাবে সংঘটিত হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে রনির যুক্তিটি কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতামতকে প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বুপার মতটি মানব সমাজ বিকাশের কোন স্তরকে নির্দেশ করেছে বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'First Principles'— গ্রন্থটির রচয়িতা হার্বার্ট স্পেন্সার।

খ আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা গোষ্ঠীগত বন্ধন দুর্বল হলে সংঘটিত হয়।

যখন গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির বাঁধন দুর্বল হয়ে যায় তখন এই ধরনের আত্মহত্যা ঘটে থাকে। ডুখেইম প্রোটোস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের উদাহরণের সাহায্যে এটা প্রমাণ করেন। তিনি দেখিয়েছেন প্রোটোস্ট্যান্টদের মধ্যে ক্যাথলিকদের চেয়ে আত্মহত্যার হার বেশি। কারণ, প্রোটোস্ট্যান্টদের মধ্যে ধর্মীয় বন্ধন দুর্বল এবং সংহতি কম। যে কারণে আত্মহত্যা বেশি মাত্রায় দেখা যায়।

গ রনির যুক্তিটি প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস-এর মতামতকে প্রকাশ করে। মার্কস— এর মূল বক্তব্যই হচ্ছে— দ্বন্দ্বের কারণেই সমাজ পরিবর্তিত হয়।

মার্কসের মতে প্রতিটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে। উৎপাদন যন্ত্রের মালিকরা রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করে সামাজিক পরিবর্তনকে রোধ করতে চায়, অপরদিকে অন্য একটি শ্রেণি প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। আর ঐতিহাসিক নিয়মে দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ায় শ্রেণিদ্বয়ের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন হতে থাকে। দ্বন্দ্ববাদ মার্কসবাদের মূল ভিত্তি। বস্তুজগতের বহির্ভূত দর্শনকে অস্বীকার করে মার্কসবাদ যা প্রচার করে তা হলো বস্তুই শুরু বস্তুই শেষ। মার্কসের দর্শনকে দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ বলা হয়। উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই পাপড়ী বলেছিল শ্রেণিদ্বন্দ্বের কারণে সমাজ পরিবর্তিত হয়। যা পূর্বে বর্ণিত মার্কসের মতামতকেই প্রকাশ করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায় যে, শ্রেণিদ্বন্দ্বের কারণে সমাজ পরিবর্তিত হয় আর এ তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন কার্ল মার্কস।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বুপার মতটি মানব সমাজ বিকাশের আদিম সাম্যবাদী স্তরকে নির্দেশ করেছে বলে আমি মনে করি, কারণ এখান থেকেই সমাজ পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়।

আদিম সাম্যবাদী সমাজকে পরিবর্তনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ সমাজে যেহেতু কোনো ভেদাভেদ বা শ্রেণিদ্বন্দ্ব ছিল না সেহেতু এ স্তরকে পরিবর্তনের ধাপ হিসেবে মার্কস বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তিনি মূলত দাস সমাজ থেকে পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু আদিম সাম্যবাদী অবস্থাকে তিনি পরিবর্তনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন। মার্কস বলেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজের প্রথম ধাপ হলো দাস সমাজ। এ সমাজে দুটি শ্রেণি ছিল, দাস এবং দাস মালিক। কিন্তু ক্রমান্বয়ে দাস মালিকের অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে দাসদের বিদ্রোহে দাস সমাজ ব্যবস্থার পতন ঘটে। এমনভাবে দাস সমাজের পতনের পর উদ্ভব হয় সামন্ত সমাজের। এই সামন্ত সমাজও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সামন্ত সমাজের পতনের পর আবার উদ্ভব হয় পুঁজিবাদী সমাজের। এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা বহুদিন টিকে ছিল এবং বর্তমানেও এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু মার্কসের মতে এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থারও পতন অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেন পুঁজিবাদের অবসানের সাথে সাথে সমাজে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। মার্কস বলেন, রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে সমাজতন্ত্র আসবে।

আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, আমি যেহেতু ধাপে ধাপে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছে সেহেতু সে প্রকৃতপক্ষে সমাজ পরিবর্তনের প্রথম ধাপ আদিম সাম্যবাদী স্তরকে নির্দেশ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২ নীলয় ইউরোপের একটি শিল্পোন্নত দেশে বসবাস করে। সে দেশের বেশির ভাগ নাগরিক বাস্তব ও দৃশ্যমান জগতে বিশ্বাসী। কোনো ঘটনার কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তারা পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির ব্যবহারকেই বেশি প্রাধান্য দেয়।

◀ *শিখনফল: ২*

- ক. উদ্ভূত মূল্য তত্ত্বটির প্রবক্তা কে? ১
- খ. 'দৃষ্টবাদ' বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নীলয়ের বসবাসরত রাষ্ট্রটি অগাস্ট কোঁৎ-এর সমাজ বিকাশের কোন স্তরে অবস্থান করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে নির্দেশিত স্তরের কোনো ভূমিকা আছে কি? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

ক উদ্ধৃত মূল্য তত্ত্বটির প্রবক্তা হলেন কার্ল মার্কস।

খ দৃষ্টবাদ একটি দার্শনিক জ্ঞান যা পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দৃষ্টবাদের মূল বক্তব্য হল ভালোবাসাই নীতি, শৃঙ্খলাই ভিত্তি, প্রগতিই উদ্দেশ্য এবং নৈতিক দৃষ্টবাদের সারকথা হল অন্যের জন্যে বাঁচা। অগাস্ট কোঁৎ জ্ঞানের সমগ্র বিকাশের একটি ইতিহাস তৈরির প্রচেষ্টায় যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন সে ব্যাখ্যাকে দৃষ্টবাদ বলা হয়েছে।

গ নীলয়ের বসবাসরত রাষ্ট্রটি অগাস্ট কোঁৎ-এর সমাজ বিকাশের দৃষ্টবাদী স্তরে অবস্থান করছে।

মানুষ যখন ঐশ্বরিক, অতি প্রাকৃত ও অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায় তখনই দৃষ্টবাদী স্তরের আবির্ভাব ঘটে। এ স্তরে কল্পনার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি ও পর্যবেক্ষণ সম্মিলিতভাবে জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ স্তরের ধারণা হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে জড় জগতকে যেভাবে জানা যায়। সেভাবে সামাজিক ঘটনা ও পরিস্থিতিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পাঠ করা যায়। উদ্দীপকে নীলয়দের দেশের বেশির ভাগ নাগরিক বাস্তব ও দৃশ্যমান জগতে বিশ্বাসী। কোনো ঘটনার কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তারা পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির ব্যবহারকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। যা অগাস্ট কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদী স্তরের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, নীলয়দের রাষ্ট্র অগাস্ট কোঁৎ বর্ণিত সমাজবিকাশের দৃষ্টবাদী স্তরে অবস্থান করছে।

ঘ হ্যাঁ, সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে নির্দেশিত দৃষ্টবাদী স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ সম্পর্কে আমার মতামত বিশ্লেষণ করা হলো—

কোঁৎ মনে করেন যেভাবে ধর্মীয় চিন্তাভাবনা অতীত সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে, তেমনি আধুনিক সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা। আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও শিল্পকর্মের প্রসার এবং এই সমাজের সংকটকাল কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক মত বা চিন্তার সৃষ্টি করা এবং এই লক্ষ্যেই তিনি একটি নতুন বিজ্ঞান তথা সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। তার এই বিজ্ঞানই বৈজ্ঞানিক চিন্তার সৃষ্টির মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের সংকট দূর করে সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব করে তুলবে এবং এভাবে তার দৃষ্টবাদী চিন্তাধারার অবশ্যম্ভাবী জয় সূচিত হবে। মূলত দৃষ্টবাদী চিন্তা থেকেই ১৮৩৯ সালে কোঁৎ প্রথম ‘সমাজবিজ্ঞান’ (Sociology) শব্দটি উদ্ভাবন করেন। অগাস্ট কোঁৎ মানব ঐক্যের জন্যে একটি মানবতার ধর্মের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। দৃষ্টবাদী স্তরে এই ধর্মের উদ্ভব ঐক্য ঘটাতে সক্ষম হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, একটি মানবতাবাদী ও যৌক্তিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার পটভূমি তৈরিতে অগাস্ট কোঁৎ বর্ণিত দৃষ্টবাদ স্তরের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ৩ কাজের সন্দ্বন্ধে রহিম গ্রাম থেকে শহরে এসে একটি তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ নেয়। এক পর্যায়ে সে বুঝতে পারে, অধিক মুনাফার আশায় মালিকপক্ষ শ্রমিককে কম মজুরি প্রদান করে। তখন সে তার অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি সংগঠন তৈরি করে। কিন্তু মালিকের কাছ থেকে আশ্বাস না পাওয়ায় সে কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং প্রবাসী শ্রমিক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

◀ শিখনফল: ৫

ক. বিজ্ঞান কী?

১

খ. ‘প্রতিষ্ঠান সমাজের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলি’— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রহিমের মধ্যে কার্ল মার্কসের কোন তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রহিমের মতো কারখানার অন্যান্য শ্রমিকদেরকে উক্ত ধরনের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত করার উদ্যোগ না নিলে কী ঘটতে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিজ্ঞান হচ্ছে কোনো বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান।

খ প্রতিষ্ঠান সমাজের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলি। কারণ এটি হচ্ছে— একযোগে বসবাস করার জন্য সমাজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অনুমোদিত প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ও বিন্যাসিত অভ্যস্ত কর্মপন্থা। প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস, আচরণ ও রীতিনীতি সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় এবং সামাজিক কার্যকলাপ, সংগঠন ও ফলাফলের মাধ্যমে তা দৃশ্যমান হয়।

গ রহিমের মধ্যে কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কার্ল মার্কস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব দিয়েছেন। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে তিনটি শ্রেণির (পুঁজিপতি, ভূস্বামী এবং মজুর) অস্তিত্ব আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তার মতে শিল্পায়িত ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতির মুনাফা অর্জন করতে থাকে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হয় যাতে তারা কেবল পুঁজিপতিদের উৎপাদন যন্ত্রে কাজ করার মতো শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। শ্রমিকরা উৎপাদিত পণ্য বা উৎপাদন যন্ত্র কিছুই নিজের বলে ভাবতে পারবে না কারণ এসেবে তাদের কোনো অংশ নেই। শ্রমিকরা তাই বিচ্ছিন্নতাবোধে জর্জরিত হয়। একপর্যায়ে তারা বিপ্লবধর্মী চরিত্রে অবতীর্ণ হয়। তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে ক্রমে সংগঠিত হতে থাকবে এবং স্বার্থ ও অধিকার সচেতন শ্রেণিতে পরিণত হবে। পুঁজিপতি এবং স্বার্থ চেতনাসম্পন্ন শ্রেণির মাঝে যেসব মধ্যবিত্ত শ্রেণি থাকবে তারা ক্রমে ঐ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে বিলীন হয়ে যাবে। সমাজ পুঁজিপতি এবং সর্বহারা এ দুটো শ্রেণির বিবাদমান শিবিরে পরিণত হবে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি, উদ্দীপকে উল্লিখিত মানিক চরিত্রে কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বটির গভীর প্রভাব লক্ষণীয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রহিমের মতো কারখানার অন্যান্য শ্রমিকদেরকে উক্ত ধরনের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত করার উদ্যোগ না নিলে যা ঘটতে পারে তা হলো—

সাধারণত অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে সমাজে দুটো শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এক শ্রেণি যারা উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে অন্য শ্রেণি যারা

উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। মার্কসের মতে, এভাবে এক শ্রেণি দ্বারা অন্য শ্রেণি শোষিত হলেই শ্রেণিদ্বন্দ্ব অনিবার্যভাবে দেখা যাবে। কিন্তু এই শ্রেণিদ্বন্দ্ব নিবৃত্ত করতে হবে। কারণ সমাজে যখন কোনো বিপ্লব সংঘটিত হয়, তখন সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, সমাজ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজের সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সমাধানের জন্য মেধাবী লোকের প্রয়োজন। দীর্ঘদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে অধিষ্ঠিত হতে হয়। যোগ্য ব্যক্তি যদি যোগ্য স্থানে কাজ না করে তবে সমাজের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়ে সমাজ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষমতা সমাজের সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ সমাজে প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ-সুবিধা থাকে না। বর্তমানে পুঁজিবাদী সমাজে অসংখ্য শিল্প কারখানা রয়েছে যেখানে অসংখ্য শ্রমিক কাজ করে। ওদের মধ্যে থেকে যদি হতাশা দূর না করা যায়, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক যদি ভালো না করা যায় তাহলে শিল্প কারখানাগুলো অনেক শ্রমিক হারাতে বা উৎপাদন ব্যাহত করবে এবং এতে করে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সুতরাং উদ্দীপকে উল্লিখিত রহিমের মতো কারখানার শ্রমিকদেরকে বিপ্লবী চিন্তা থেকে নিবৃত্ত করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। কারণ তা না হলে সমাজের মৌল ও উপরিকাঠামো উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪ ড. লুৎফর রহমান মানব জীবনকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন। তার মতে, বৃক্ষ যেমন ছোট থেকে বড় হয়, তার ফুল-ফল দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধন করে, ঠিক তেমনি মানুষও ছোট থেকে বড় হয় এবং তার জীবনের সমস্ত অর্জন নিজের স্বার্থের জন্য না রেখে অপরের কল্যাণে উৎসর্গ করে।

ক. সমাজবিজ্ঞানের আদি জনক কাকে বলা হয়?

খ. উদ্ভূত মূল্যতত্ত্ব বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ড. লুৎফর রহমানের মতবাদের সাথে সমাজবিজ্ঞানের হার্বার্ট স্পেন্সারের কোন মতবাদের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মানবসমাজের বিবর্তনের মূল রহস্য উদঘাটনে উক্ত মতবাদের স্বার্থকতা নিরূপণ কর।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজবিজ্ঞানের আদি জনক বলা হয় ইবনে খালদুনকে।

খ শ্রমিক যা উৎপাদন করে তার সর্বমোট মূল্য আর এ উৎপাদনের পারিশ্রমিক হিসেবে যে অংশ লাভ করে এ দুয়ের ব্যবধানকে বলা হয় উদ্ভূত মূল্য এবং এই উদ্ভূত মূল্যকে কেন্দ্র করে কার্ল মার্কস যে তত্ত্ব প্রদান করেছেন, তাই উদ্ভূত মূল্যতত্ত্ব নামে পরিচিত।

মালিক শ্রেণি উদ্ভূত মূল্য আত্মসাৎ করায় শ্রমিক শ্রেণি তার শ্রমে অর্জিত মুনাফা থেকে বঞ্চিত হয় এবং এটি একটি শোষণের রূপ তৈরি করে। মার্কসের শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব মূলত উদ্ভূত মূল্য তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

গ ড. লুৎফর রহমানের মতবাদের সাথে সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সারের জৈবিক সাদৃশ্যমূলক মতবাদের সাদৃশ্য রয়েছে।

হার্বার্ট স্পেন্সারের জৈবিক সাদৃশ্যমূলক মতবাদের মূল বস্তু্য হলো, জীবজগতের সাথে মানবসমাজের কাঠামোগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং জীবজগতের ক্ষেত্রে যে তত্ত্ব সত্য প্রতিপন্ন হয়, মানবসমাজের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তার মতানুসারে জীবজগতে এককোষ বিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যেই সর্বপ্রথম প্রাণের উন্মেষ ঘটে। গঠনগত দিক থেকে এই এককোষী প্রাণী ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল ধরনের। ঠিক তেমনি প্রাচীনকালের আদিম সমাজে ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে মানুষ বসবাস করত। কালক্রমে বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে জীবজগতের ক্ষেত্রে কাঠামো ও কার্যগত পরিবর্তন ঘটেছে, বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে, জটিলতা দেখা দিয়েছে। সেভাবে মানুষের সমাজজীবনের পরিবর্তনে বিভিন্নতা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ড. লুৎফর রহমান মানবজীবনকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন। তার মতে, মানুষও বৃক্ষের মতো ছোট থেকে বড় হয় এবং জীবনের সমস্ত অর্জন অপরের কল্যাণে উৎসর্গ করে। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত মতবাদটি হার্বার্ট স্পেন্সারের জৈবিক সাদৃশ্যমূলক মতবাদের সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ মানবসমাজের বিবর্তনের মূল রহস্য উদঘাটনে জৈবিক সাদৃশ্যমূলক মতবাদ অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছে।

স্পেন্সারের সমাজ বিবর্তনের ধারণাটি তার জৈব বিবর্তনের তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত। জৈবিক অভিব্যক্তি সূত্রের সাহায্যে তিনি সমাজের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করেন। সামাজিক বিবর্তনকে তিনি দুটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি সরল সমাজ থেকে বিভিন্ন স্তরের যৌগিক সমাজ বা জটিলতার সমাজে উন্নয়নের কথা বলেছেন। এ পর্যায়ে তার আলোচনায় চার ধরনের সমাজের কথা বলেছিলেন: সরল সমাজ, যৌগিক সমাজ, দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ এবং ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ। এ শ্রেণিবিভাজন প্রাথমিকভাবে পরিমাণ বা আয়তনভিত্তিক। তবে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়, যেমন— অধিকতর বিস্তৃত শ্রমবিভাগ, বেশি সুবিন্যস্ত রাজনৈতিক সংগঠন, ব্যাপক ধর্মীয় ভেদাভেদ বা উঁচু-নিচু স্তরভেদ, সামাজিক মর্যাদার স্তরবিন্যাস ইত্যাদিও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি সামাজিক বিবর্তনের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাখ্যায় স্পেন্সার সমাজের দুটি ভাগ দেখিয়েছেন। যথা: সামরিক ভিত্তিক সমাজ বা যোদ্ধা সমাজ এবং শিল্পভিত্তিক সমাজ। যুদ্ধভিত্তিক সমাজে সকলকে কঠোর নিয়ম-নীতির অধীনে থাকতে হতো। সরকারের বিধি-নিষেধের কড়াকড়িতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল কুক্ষিগত। সরকারের নিয়ম-নীতির নিষেধাজ্ঞার চাইতে ধর্মীয় বিধিবিধানের কঠোরতা ছিল আরও বেশি। শিল্পভিত্তিক সমাজ কাঠামোতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ‘সামাজিক চুক্তির’ মাধ্যমে বিকাশ ঘটে। সরকার হয় বিকেন্দ্রীভূত। সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা অর্জিত মর্যাদার ভিত্তিতে মূল্যায়িত হতে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞানের উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশের চলমান প্রবাহে স্পেন্সারের বিবর্তনবাদ যে শক্তিশালী গতিধারার সঞ্চার করেছিল, তা সমাজবিজ্ঞানের সীমিত গণ্ডিকে ব্যাপক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ জনাব ‘স’ একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী। যিনি আমলাতন্ত্রের জনক বলে পরিচিত। তাছাড়া তিনি ক্ষমতা, মর্যাদা এবং শ্রেণি এই তিনটি প্রত্যয়ে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ব্যাখ্যা ব্যবহার করেছেন। সমাজ বিশ্লেষণের জন্য তিনি একটি পদ্ধতির আশ্রয় নেন। **১**

◀ শিখনফল-৬

- ক. ইবনে খালদুনের মতে সমাজের ভিত্তি কী? ১
খ. আদিম অর্থ ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব ‘স’ বলতে কোন সমাজবিজ্ঞানীকে বুঝানো হয়েছে? সমাজ বিশ্লেষণে তার ব্যবহৃত পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইবনে খালদুনের মতে সমাজের ভিত্তি হচ্ছে গোষ্ঠী সংহতি।

খ আদিম অর্থব্যবস্থা বলতে আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

আদিম সমাজে কোন শ্রেণিবিভেদ না থাকার কারণে এ সমাজব্যবস্থাকে আদিম সাম্যবাদী সমাজ বলা হয়ে থাকে। এ সমাজে উৎপাদন শক্তি ছিল খুবই সরল ও অনুন্নত। ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি ছিল না। সব সম্পত্তিই ছিল যৌথ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। শ্রমবিভাগও ছিল প্রায় অজ্ঞাত। যেহেতু সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, তাই সে সমাজে শ্রেণিদ্বন্দ্ব বা সংঘাতও ছিল না।

গ উদ্দীপকের জনাব ‘স’ বলতে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারকে বোঝানো হয়েছে।

ম্যাক্স ওয়েবার আমলাতন্ত্রের জনক হিসেবে পরিচিত। এছাড়া তিনি ক্ষমতা, মর্যাদা এবং শ্রেণি এই তিনটি প্রত্যয়ে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ব্যাখ্যা ব্যবহার করেছেন। সমাজ বিশ্লেষণে তিনি আদর্শ নমুনা পদ্ধতির আশ্রয় নেন। ম্যাক্স ওয়েবার সমাজ অধ্যয়নে আদর্শ নমুনাকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ওয়েবার সামাজিক প্রপঞ্চ আলোচনা করতে গিয়ে আদর্শ নমুনা প্রয়োগ করেছেন। তবে এ আদর্শ নমুনা সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা এটি গবেষকের মনে থাকে। আদর্শ নমুনা দ্বারা সামাজিক

সমস্যা অতীব বোধগোম্য হয়ে ওঠে। কোনো প্রপঞ্চের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ও যৌক্তিকতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীদের অর্ন্তদৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। তার মতে, সামাজিক কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যামূলক আলোচনা বা অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমে সেই ঘটনার বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং একটি মানসিক রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। এরপর দেখতে হবে ঐ মানসিক গঠনের সাথে বাস্তবতার কতটুকু মিল বা অমিল রয়েছে। পরিশেষে একটা উপসংহারে পৌঁছাতে হবে।

উদ্দীপকের ‘স’-এর তাত্ত্বিক অবদান এবং পূর্বে বর্ণিত ম্যাক্স ওয়েবারের অবদান লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ‘স’ বলতে প্রকৃতপক্ষে ম্যাক্স ওয়েবারকেই বোঝানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের প্রতি ইজিত করা হয়েছে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে ম্যাক্স ওয়েবারের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ম্যাক্স ওয়েবার সমাজবিজ্ঞানকে একটি মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা কোনো ঐতিহাসিক সত্তার কিংবা সামাজিক প্রপঞ্চ বা কোনো সামাজিক সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ প্রদান করবে। তার মতে, সমাজবিজ্ঞান হলো মানুষের ক্রিয়া বা কর্মের বিজ্ঞানসম্মত পঠন-পাঠন। এক্ষেত্রে তিনি তিন ধরনের কর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা: i. ঐতিহ্যবাহী কর্ম ii. যৌক্তিক কর্ম ও iii. ভাবগত কর্ম। ম্যাক্স ওয়েবারের গবেষণার একটি বিশেষ দিক হলো ধর্ম ও সমাজ। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম অধ্যয়ন করে সেগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন। আমলাতন্ত্র সম্পর্কে সর্বপ্রথম সুসংঘবন্দ আলোচনার সূত্রপাত করেন ম্যাক্স ওয়েবার। তিনি আমলাতন্ত্রের যে স্বরূপ তুলে ধরেছেন, আমলাতন্ত্রের ইতিহাসে তা আমলাতন্ত্রের ‘আদর্শ নমুনা’ নামে সুপ্রসিদ্ধ। ওয়েবারের আরেকটি অন্যতম আলোচিত তত্ত্ব হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাসের তত্ত্ব। তার মতে, তিনটি দিক থেকে সমাজকে স্তরায়িত করা যায়। যথা: ১. শ্রেণি ২. মর্যাদা ও ৩. ক্ষমতা।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে ম্যাক্স ওয়েবারের অসামান্য অবদান। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সহায়তা করেছেন।



প্রশ্নব্যাংক

▶ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৬ মিলি এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হয়েছে। ক্লাসের প্রথম দিন একজন শিক্ষক উক্ত বিষয়টির উৎপত্তির ইতিহাস ও বিকাশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সর্বপ্রথম একজন মুসলিম মনীষীর নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ মুসলিম মনীষীই মূলত সমাজবিজ্ঞানের জনক। যিনি সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় ‘আল-আসাবিয়া’ প্রত্যয় ব্যবহার করেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। **১**

◀ শিখনফল-১

- ক. শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের প্রবক্তা কে? ১
খ. স্পেন্সারের আদর্শ সমাজ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে মিলির শিক্ষক যে মনীষী সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন তার অনুসৃত গবেষণা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশকৃত মনীষীর রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কিত প্রত্যয়টি বিশ্লেষণ করো। ৪